বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ১৯১-২০২
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব: বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা

হান্নানা বেগম*

পূর্বকথা

জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৫। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ২০২০ সালে বাংলাদেশ দুই ধাপ উপরে উঠে ১৩৩তম স্থান লাভ করে। ২০২০ সালের বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৫০। মহামারি আসার পরে ২০২১ সালের বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক নিচে, ৬৫-এ দাঁড়ায়। সুতরাং আশঙ্কা করা যেতে পারে, কোভিড-১৯ বাংলাদেশের অনেক অর্জনকেই ম্লান করে দিতে পারে।

আমাদের দেখতে হবে একটি রাষ্ট্রে তথা বিশ্বে জেন্ডার সমতার গুরুত্ব কতখানি এবং এক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে তার গভীরতা কত? তবে এটি নিশ্চিত যে আমরা যদি এই তথ্য বিশ্লেষণে যাই, এ থেকে আমাদের আগামীর পথচলার নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা অর্জনে কতটুকু অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, তা তুলে ধরা। এটি কোনো গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ নয়। সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ক তথ্য ও গবেষকদের মতামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি এ উপস্থাপনা করছি।

এ বছরের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস যে বাণী দিয়েছেন তার মর্মকথা হলো, কোভিড-১৯ মহামারি জেন্ডার সমতার কয়েক দশকের অগ্রগতি বিনষ্ট করে ফেলেছে। তিনি বলেন, "কর্মহীনতার উচ্চহার থেকে শুরু করে অবৈতনিক সেবার ব্যাপক বোঝা, স্কুল বিঘ্নিত হওয়া থেকে শুরু করে পারিবারিক সহিংসতা ও শোষণের ক্রমবর্ধমান সংকট পর্যন্ত নারীদের জীবনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও অধিকার হয়েছে বিঘ্নিত। মায়েরা বিশেষ করে একক নারীপ্রধান পরিবারের মায়েরা তীব্র উদ্বেগ এবং প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে। এর পরিণতি মহামারি শেষ হওয়ার পরও বহু দিন চলতে থাকবে।"

* অধ্যক্ষ (অব.), ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা, বাংলাদেশ। ই-মেইল: hannanabegum@yahoo.com

তবে মহামারি মোকাবিলায় নারীরা প্রথম সারির ভূমিকা পালন করছেন। মহামারির এই সময়ে তারা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং অর্থনীতি, সম্প্রদায়সমূহ এবং পরিবার একত্রে ধরে রাখার জন্য অত্যাবশ্যক কর্মী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, তারা সেইসব নেতাদের অংশীজন, যারা মহামারির প্রসার হ্রাস করেছে এবং দেশগুলোকে এর ক্ষতি থেকে উত্তরণে ভূমিকা রেখেছে। এ বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসটি নারীদের সমান অংশীদারিত্বের রূপান্তরকারী শক্তিকে তুলে ধরে তিনি বলেন, "এ বিষয়টি জাতিসংঘে আমরা নিজেরাই অবলোকন করছি, এবং আমি গর্বিত যে আমরা ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের উচ্চ নেতৃত্বে জেন্ডার সমতা অর্জন করেছি। এর প্রমাণ স্পষ্ট।" নারী নেতৃত্বের প্রশংসা করে তিনি বলেন, "নারী যখন সরকারে নেতৃত্ব দেয়, তখন আমরা সামাজিক সুরক্ষা এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বৃহত্তর বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ করি। নারী যখন সংসদে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন জাতি আরও কঠোর জলবায়ু নীতি গ্রহণ করে। নারী যখন শান্তির আলোচনায় অংশ নেয়, তখন চুক্তিগুলি আরও স্থায়ী হয়। এবং এখন যখন জাতিসংঘের শীর্ষ নেতৃত্বে নারীরা সমান সংখ্যায় কাজ করছেন, আমরা শান্তি, টেকসই উন্নয়ন এবং মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য আরও বেশি সংঘবদ্ধ পদক্ষেপ অবলোকন করছি।"

তবে জেন্ডার সমতা স্থাপনের জন্য পুরুষদের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকার করে মহাসচিব বলেন, পুরুষ-অধ্যুষিত সংস্কৃতির সাথে একটি পুরুষ-অধ্যুষিত বিশ্বে জেন্ডার সমতা মূলত শক্তির একটি প্রশ্ন। নারীদের সমান অংশগ্রহণকে এগিয়ে নিতে এবং দ্রুত অগ্রগতি অর্জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কোটা স্থাপন করার জন্য দেশসমূহ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দপ্তরগুলোকে আহ্বান জানান তিনি। মহামারি থেকে পুনরুদ্ধার হওয়ার সময় সমর্থন ও প্রণোদনা প্যাকেজগুলো অবশ্যই নারী এবং কন্যাশিশুদের লক্ষ্য করে তৈরির পরামর্শ দেন, যার মধ্যে রয়েছে নারী মালিকানাধীন ব্যবসাসমূহ এবং সেবাভিত্তিক অর্থনীতি।

মহামারি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া আমাদের অসমতার প্রজন্মকে পেছনে ফেলে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, দেশ পরিচালনা, ব্যবসা অথবা যেকোনো আন্দোলন হোক, নারী সব ক্ষেত্রে এমন অবদান রাখছে, যা সবার জন্য সহায়ক এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব আরও বলেন, "সকলের জন্য সমান ভবিষ্যৎ গড়ার এখনই সময়। সবার কল্যাণের জন্য কাজটি করা সবার দায়িত্ব।"

জাতিসংঘের মতে, গত ৭৫ বছরে বিশ্ব এ ধরনের পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়নি। কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্ব অর্থনীতিতে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) বর্তমান পরিস্থিতিকে একটি নতুন মন্দা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং ২০০৯ সালের ইউরোপের আর্থিক সংকটের সাথে এটির তুলনা করেছে। বৈশ্বিক অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সাথে সাথে মহামারিটি উন্নয়ন, সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২০ সাল থেকে গোটা পৃথিবী শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহতম সময় পার করছে। এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এত মারাত্মক যে বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতিগুলো এখনো এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে লড়াই করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং বেশির ভাগ ইউরোপীয় দেশের বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনো কোভিড-১৯ মহামারির দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গ মোকাবিলায় লড়াই করছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

যেহেতু প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আলাদা, সেহেতু কোভিড-১৯ দ্বারা সকল দেশ একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। মহামারিটি দরিদ্র দেশগুলিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। করোনা চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সরবরাহ না থাকায় এবং টেস্ট কিটের অভাবে দরিদ্র দেশগুলো করোনার যুদ্ধে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে দেখা গেছে যে, উন্নয়নশীল এশীয় দেশগুলিতে পর্যটন, ভ্রমণ ও দেশীয় বাণিজ্য খাতে উৎপাদন মারাত্মক হ্রাস পেয়েছে। গবেষণাপত্রে অনুমান করা হয় যে, মহামারিটির অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা ৭৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩৪৭ বিলিয়ন ডলার যা বিশ্বব্যাপী মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ০.১ শতাংশ থেকে ০.৪ শতাংশ (ADB 2020)। মহামারি চলাকালীন সময়ে এশিয়ার দেশগুলি প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলার লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে (ADB 2020)। অনুমানগুলো এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী বিশাল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ঘটনা ঘটবে।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা পরিষদের (বিআইডিএস) বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষায় "বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: একটি জেন্ডার দৃষ্টিকোণ' শিরোনামে একটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফাতেমা রৌশন জাহান, সহযোগী অধ্যাপক, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; খান তাহদিয়া তাসনিম মৌ, মাস্টার্স শিক্ষার্থী, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; নাজিয়া নাজনিন, মাস্টার্স শিক্ষার্থী, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই গবেষণা প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ মহামারি কীভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং বাংলাদেশের মানুষ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে পরিবর্তিত করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা এবং এই পরিবর্তনকে জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা। তাদের মতে, কোভিড-১৯ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষত লকডাউনের কারণে দেশের স্থানীয় উৎপাদন ও বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছে; দ্বিতীয়ত: তৈরি পোশাক খাতে (আরএমজি) রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। মহামারি চলাকালীন দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়েছে এবং নতুন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উত্থান দেখা দিয়েছে।

তৈরি পোশাক খাতে কোভিড-১৯ এর প্রভাব

দেশের রপ্তানি খাতের ৮০ শতাংশই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প (আরএমজি) থেকে আসে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প করোনা সংকটে তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০২০-এর এপ্রিলের প্রথমার্ধে পোশাকখাতে মোট ২.৩ বিলিয়ন অর্ডার বাতিল করা হয়। অর্ডার বাতিল হওয়ায় অনেক পোশাক কর্মী তাদের চাকরি হারান। অনেক পোশাক কারখানা কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই তাদের কর্মীদের চাকরিচ্যুত করে। পেন স্টেট ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল ওয়াকার্স রাইটস্ এবং ওয়ার্কার্স রাইটস্ কনসোর্টিয়াম ডব্লিউআরসি কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, অর্ডার বাতিলের কারণে বাংলাদেশে ১ মিলিয়নেরও বেশি পোশাক শ্রমিকের চাকরি চলে গেছে। ২৫ মার্চ ২০২০-এ বাংলাদেশ সরকার পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বাবদ ৫৮৮ মিলিয়ন ডলারের উন্নয়ন প্যাকেজ এবং বেল আউটের জন্য ৭৭,৭৫০ কোটি টাকার ফান্ড ঘোষণা করে। এই প্যাকেজটি শ্রমিকদের জন্য কেবল এক মাসের বেতনের সংস্থান করতে পারে। এটি ছাড়া শ্রমিকদের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদেয় কোনো সুরক্ষা নীতি নেই, যেখানে তারা নির্ভর করতে পারে। (সিদ্দিকী ২০২০)।

একই গবেষণায় ২০২০ সালের অক্টোবরে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের তথ্য তুলে ধরে বলা হয়, তৈরি পোশাক কারখানাগুলো মার্চ থেকে অক্টোবরের মধ্যে তাদের জনশক্তি ৮ শতাংশ কমিয়ে দেয়, আর চাকরি হারানো পোশাক কর্মীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা ৬১ শতাংশ। কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার আগে

তৈরি পোশাক কারখানায় মহিলাদের সামগ্রিক অনুপাত ছিল ৬২ শতাংশ। এটি এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৫৭ শতাংশে। (AHMED 2021)।

আমরা দেখেছি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান কৌশলটি ছিল ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সাময়িকভাবে পোশাক কারখানাগুলো বন্ধ করে দেওয়া। পরবর্তীতে পোশাক শিল্প রক্ষার লক্ষ্যে কারখানাগুলি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যবসায়ি, কর্মীরা এবং কারখানার মালিকরা এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করলেও মানবাধিকার কর্মীরা এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে।

কোভিড-১৯ এর জেন্ডার তাৎপর্য

হেলেন লুইস তাঁর রচিত গ্রন্থ "Difficult Women: A History of Feminism in 11 Fights"-এ যুক্তি দিয়েছেন, যেকোনো মহামারি পুরুষ ও নারীদের ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে উইলিয়াম শেকস্পিয়র এবং আইজ্যাক নিউটনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যারা ১৬৬০ সালে ইংল্যান্ডে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময় তাদের সবচেয়ে ভালো কাজ করেছিলেন। হেলেন উল্লেখ করেন যে, পুরুষ ব্যক্তিরা তাদের সময়কে ব্যবহার করতে পারে সৃজনশীল কাজে। কারণ তাদের সন্তানদের লালনপালন ও যত্ন নেওয়াসহ কোনোও গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজের দায়িত্ব নিতে হয় না। শেকস্পিয়র প্লেগের সময় লন্ডনে একা থাকতেন, তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা প্লেগের সময় ওয়ারউইকশায়ারে অবস্থান করছিলেন। নিউটন এ সময়টাতে অবিবাহিত ছিলেন।

করোনাকালীন বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটকে জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে বর্তমান পরিস্থিতির আরও জটিল রূপ পরিলক্ষিত হয়। করোনাসংকট বাংলাদেশি নারীদের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে এবং শ্রমবাজার ও গৃহ উভয় ক্ষেত্রেই জেন্ডার সম্পর্ককে পরিবর্তন করেছে। জরুরি অবস্থার মধ্যে বেশির ভাগ আইনি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় নারীরা একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়েছে। লকডাউন শুরু হওয়ার সাথে সাথে এটি দরিদ্র শ্রমজীবী সমাজের নারীদের, বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও শিশুদের চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করেছে। গর্ভবতী নারী এবং শিশুরা খাদ্য ও পুষ্টি সংকটে পড়েছে, যা মা ও শিশুদের মৃত্যুর হার বাড়িয়ে তুলেছে (প্রথম আলো, ৩০ জুলাই, ২০২০)।

নারীর প্রতি সহিংসতা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রকাশ করে যে, ১৪টি দেশীয় পত্রিকা এর তথ্যনুসারে ২০১৯ সালে ৪,৬২২ জন নারী ও মেয়ে শিশু সহিংসতার শিকার হন (দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ২০২০, জানুয়ারি মাসের অনলাইন রিপোর্ট)। করোনা পরিস্থিতি শুরু হওয়ার পর চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২৬ মার্চ থেকে ৩ জুনের মধ্যে সহিংসতার মোট ১৯৭টি মামলা করা হয়েছিল। মামলার মধ্যে ৫৬টি ধর্ষণের মামলা, ধর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এমন মামলা ১৪টি, যৌতুক সম্পর্কিত সহিংসতা মামলা ৫১টি, অপহরণের মামলা ৩৬টি, যৌন হয়রানির ঘটনা ১৮টি এবং শারীরিক সহিংসতার ঘটনা ৭টি (দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ জুন, ২০২০)। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মহামারির জন্য বাইরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মনোনিবেশ করায় তারা নারীদের প্রতি সহিংসতাসম্পর্কিত মামলায় কম মনোযোগ দেন। মহামারি ছড়িয়ে পড়ার পরে আদালতও কয়েক মাস বন্ধ ছিল। এসব ঘটনা নারীদের পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করেছে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, লকডাউন সময়কালে দেশে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, 'বিশ্বে এই করোনার সময় লকডাউনে নারী নির্যাতন ২০ শতাংশ বেড়েছে। বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। তিনি বলেন, "এই সময় নারীর অভিযোগ জানানোর সুযোগ কমে গেছে। সে ঘরের বাইরে যেতে পারে না। আবার স্বামীসহ সবাই ঘরে থাকায় টেলিফোনেও অভিযোগ করতে পারেন না।" মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর অর্পিতা দাশ বলেন, "আমরা ১৬৭২ জন নারীকে পেয়েছি, যারা আগে কখনো নির্যাতনের শিকার হননি। এটা প্রমাণ করে যে লকডাউনের মধ্যে নির্যাতন বাড়ছে। আর এই নির্যাতনে স্বামীরাই প্রধানত জড়িত। কারণ, তাদের কোনো কাজ নেই। অধিকাংশের আয় নেই। খাবার নেই। তারা বাইরে যেতে পারছে না, আড্ডা দিতে পারছে না। এই সবকিছুর জন্য তারা আবার নারীকেই দায়ী করছে। নারীকে দায়ী করার এই মানসিকতার পেছনে নির্যাতনের প্রচলিত মানসিকতাই কাজ করছে। এর বাইরে শ্বশুর-শাশুড়ি এবং পরিবারের অন্য সদস্যদেরও ভূমিকা আছে।" লকাডাউনের মধ্যে বাল্যবিবাহের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, "প্রথমত করোনার কারণে মানুষের দারিদ্র্য বেড়েছে। তাই অভিভাবকেরা বিয়ে দিয়ে দারিদ্র্য থেকে বাঁচার হয়তো একটা পথ খুঁজছেন। আর এই সময়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী প্রচার এবং তৎপরতার কমে যাওয়ায় এটাকে কেউ কেউ সুযোগ হিসেবে নিয়েছে।"

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কিছু সুপারিশ তুলে ধরে। এর মধ্যে রয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে হটলাইন ১০৯ ও পুলিশি সহায়তার জন্য ৯৯৯ কে আরও বেশি কার্যকর করা। সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারীরা যাতে আশ্রয় পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা। করোনা পরিস্থিতিতে নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল চলমান রাখার জন্য 'ভার্চুয়াল কোর্ট অর্ডিন্যান্স' দ্রুত পাস করা।

ইউএনএফপিএ: ইউএনএফপিএর হিসাব অনুসারে করোনাকালীন পারিবারিক সহিংসতা বিশ্বজুড়ে ২০ শতাংশ বেড়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে লকডাউনের প্রথম সপ্তাহে ৯০,০০০ এরও বেশি অভিযোগ লিঙ্গ বা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে (দৈনিক প্রথম আলো, ৭ মে, ২০২০)। পারিবারিক সহিংসতা ফ্রান্সে ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাজ্যে লকডাউনের প্রথম চার সপ্তাহে ১৩ জন নারী নিহত হয়েছেন। গার্ডিয়ান কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, অনলাইনে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করার হার বিশ্বব্যাপী ১২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও মহিলাদের হয়রানি ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন অক্টোবর ২০১৯ থেকে অক্টোবর ২০২০-এর মধ্যে নারীদের বিরুদ্ধে করা টুইটের সংখ্যা ৯৩ শতাংশ বেড়েছে (Ahmed 2021)।

এসটিইপিএস গবেষণা: বাংলাদেশেও মহামারিকালীন লিঙ্গ বা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। এসটিইপিএস পরিচালিত ৭,০০০ গ্রামীণ পরিবার নিয়ে কেস স্টাডি করে দেখা গিয়েছে, মোট ৪,৫০০ পরিবারের নারীরা সহিংসতার শিকার হয়েছেন (দৈনিক প্রথম আলো, ৩ জুলাই, ২০২০)। কর্মসংস্থানের অভাব, আয় হ্রাস, ব্যবসা বন্ধ, খাদ্যের অভাব এবং পারিবারিক ঋণ বৃদ্ধিসহ নানান কারণে দেশে পারিবারিক সহিংসতা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। ব্র্যাক কর্তৃক ১১টি জেলায় নারীদের অবস্থা নিয়ে পরিচালিত আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৩২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন, তাদের পরিবারে চাকরি ও আয় হ্রাসের কারণে গৃহকর্মী সহিংসতা বেড়েছে। দেশে যদিও মাত্র ৯০টি ভিকটিম সেন্টার রয়েছে, মহামারির কারণে সবই বন্ধ হয়ে গেছে। ফলস্বরূপ ভুক্তভোগী নারীদের বাড়িতে থাকায় সহিংসতার শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেড়েছে।

টিআইবি: টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন যেমন অসম্ভব, তেমনি নেতৃত্বে

নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ ছাড়া জেন্ডার সমতা ও সুশাসন নিশ্চিত করাও সম্ভব নয়।" চলমান কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে ড. জামান বলেন, করোনা অতিমারি থেকে উত্তরণে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সমানতালে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবদান অনেক; সম্প্রতি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণাদায়ী নারী নেতৃত্বের স্বীকৃতি তার প্রমাণ। কিন্তু এমন সময়েও নারীদের প্রতি সহিংসতা কিংবা নারীদের অবদমনের প্রক্রিয়া বন্ধ নেই।

টিআইবির এক বিবৃতিতে বলা হয়, সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায়, কোভিড-১৯ অতিমারিকালে ৩০ দশমিক ৫৪ শতাংশ নারী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, ২২ দশমিক ৯৯ শতাংশ নারী যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, ৭৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ নারীর দৈনন্দিন জীবনাচার নিয়ন্ত্রণ এবং ৩৫ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ নারী অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। আর ৪৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ নারী শারীরিক ও যৌন উভয় ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। পাশাপাশি এ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকায় এবং পারিবারিক উপার্জন হ্রাস পাওয়ায় বাল্যবিবাহ এবং ঝরে পড়া নারী শিক্ষার্থীর হার বাড়ছে। অথচ টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন জরুরি।

ড. ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৫ এ নারীদের সমঅধিকার এবং নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই সব পর্যায়ে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব এবং সমঅধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত না হলে টেকসই উন্নয়ন অর্জন অসম্ভব।

গৃহস্থালি, সেবা ও অবৈতনিক কাজের ভার

বিশ্বের অর্থনীতি এবং মানুষের জীবনযাত্রা প্রায়শই নারীর অবৈতনিক কাজের ওপর নির্ভর করে। মহামারির আগে বিশ্বব্যাপী নারীরা অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজের দুই-তৃতীয়াংশ করতেন (UN Women 2020)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে লকডাউন, সামাজিক দূরত্বের ব্যবস্থা এবং স্কুল বন্ধ থাকায় নারীদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়। ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ায় প্রায় ৪২ মিলিয়ন শিক্ষার্থী ঘরে অবস্থান করে। ফলে নারীর ওপর গৃহস্থালি কাজ এবং শিশুযত্নের অতিরিক্ত চাপ পড়ে (UNICEF 2020)। ব্র্যাক পরিচালিত জরিপ অনুসারে, মহামারি চলাকালীন ৯১ শতাংশ নারীর অবৈতনিক কাজের পরিমাণ বেড়েছে (দৈনিক প্রথম আলো, ৭ জুন, ২০২০)। প্রায় ৮৯ শতাংশ মহিলা কোনোও অবসর সময় পান না। স্কুল বন্ধ হওয়ায় যেসব মেয়েশিশুর ছোট ভাইবোন আছে তাদেরও অবৈতনিক কাজের পরিমাণ বেড়ে গেছে। ইউএন ওমেনের 'কোভিড-১৯ বাংলাদেশ র‍্যাপিড জেন্ডার বিশ্লেষণ' শীর্ষক এক প্রতিবেদন অনুসারে, লকডাউন সময়টি মহিলাদের বাড়িতে থাকার জীবনকে আরও করুণ করে তুলেছে, নারীর ভোগান্তি বাড়িয়ে তুলেছে এবং এতে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মহামারির আগে মহিলারা ঘরের পুরুষদের তুলনায় ৩.৪৩ গুণ বেশি কাজ করেছেন। যেহেতু স্কুল বন্ধ এবং পরিবারের সমস্ত সদস্য বাড়িতে, সেহেতু মহামারির সময় মহিলাদের অবৈতনিক কাজ অনেক বেড়ে গেছে। লকডাউন পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক ফলাফল নিয়ে এসেছে। অনেক পুরুষ গৃহকর্মের কাজ ভাগ করে নেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে, কিন্তু লকডাউনের সময় বেশির ভাগ গৃহস্থালি কাজ সম্পাদন করেছে নারী। পুরুষেরা ঘরে থাকার সুযোগটি কাজে লাগিয়ে সৃজনশীল ও শখের কাজে মনোনিবেশ করেছে, যেমন কবিতা এবং ছোটগল্প লেখা এবং ফেসবুকে লাইভে যোগদান। অন্যদিকে নারীরা কোনো শখের জন্য ব্যয় করার সময় খুব কমই পান। মহামারি চলাকালীন কোনো গৃহকর্মীর সহায়তা না থাকায়

শ্রমজীবী মহিলাদের রান্না করা, পরিষ্কার করা, শিশু ও বৃদ্ধদের যত্ন নেওয়াসহ সব গৃহস্থালির কাজের দায়িত্ব পালন করতে হয়। শ্রমজীবী মহিলাদের ওপর অবৈতনিক কাজের অতিরিক্ত বোঝা প্রায়ই বৈবাহিক বিরোধ ও পারিবারিক সহিংসতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বিশেষ সাক্ষাৎকার: হোসেন জিল্লুর রহমান

নারীর সমতা ও দারিদ্রের ওপর করোনা ভাইরাসের প্রভাব নিয়ে কথা বলেছেন অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমান। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উপদেষ্টা বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের চেয়ারপারসন এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান। তিনি বলছেন, পরিকল্পনা কমিশনের জন্য একটি নীতিপত্র তৈরি করতে গিয়ে দেখা গেছে, লকডাউনের সময় পরিবার পরিকল্পনা সেবা অনেকাংশে ভেঙে পড়েছিল। এমনকি শুধু বেসরকারিই নয়, সরকারি সেবার ক্ষেত্রেও তাই। এ ছাড়া নারীরা বেশি কাজ করেন সেবাখাতে, যেটি বিশাল ধাক্কা খেয়েছে। পিপিআরসি এবং বিআইজিডি গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষের তুলনায় নারীদের জীবিকা ফিরে পাওয়া কঠিন হচ্ছে, যা প্রধান কারণ নারীর পেশার ধরন। যেমন পোশাক শিল্পে যারা কাজ করতেন, তারা হয়তো অনেকেই ফিরে এসেছেন। যদিও বা করোনাকালীন সময়ে তাদের রোজগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু যারা গ্রামে চলে গেছেন, তাদের ফিরে আসা কঠিন হচ্ছে। জীবিকা ফিরে পাওয়া নির্ভর করে কাজের ধরনের ওপর। যেমন রিকশাচালকেরা কাজ বন্ধ করে গ্রামে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু তারা আবার ফিরে এসেছে। অনেক নারী রাস্তার পাশে খাবার দোকান দিয়েছিলেন। ব্যবসাটি আবার সেভাবে চালু করা কঠিন। নারীদের অধিকাংশই অতিদরিদ্র, নিঃসহায় নারী, অনেকেই স্বামীর সাথে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন। এসব মহিলার ক্ষেত্রে আবার উঠে দাঁড়ানো বেশ কঠিন। এক্ষেত্রে অন্য অংশটি দারিদ্র্যরেখার উপরে থাকা নিম্নমধ্যবিত্ত এমনকি মধ্য-মধ্যবিত্ত মানুষ তারাও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত। তারা বর্তমানে নতুন দরিদ্র বলে বিবেচিত হচ্ছে। এ ছাড়া গত বছরের মার্চ থেকে বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুল বেতন দিতে পারছে না। কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। ধরে নেওয়া যায়, এই খাতে কর্মীদের একটি বড় অংশ নারী। বিউটি পার্লারগুলো কর্মীরা চাকরি হারিয়েছেন, তাদের অধিকাংশই নারী। ধীরে ধীরে কিছু বিউটিপার্লার খুলছে। এ ছাড়া ছোট এনজিও, বিশেষত আঞ্চলিক এনজিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরা সাধারণত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করতেন। তাদের তহবিল সংকট বেড়েছে। এদের বড় অংশ চাকরি প্রথমবারের মতো চলে গেছে হয়তো ফিরে পেতেও পারেন। বেসরকারি স্বাস্থ্যখাত একটি সেবাদানকারী বড় খাত। এখন দেশজুড়ে অনেক বেসরকারি ক্লিনিক আছে। তাদের অনেকেই চাকরি ফিরে পাবেন কি না, সঠিক বলা যায় না। কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তরা চরম ক্ষতিতে পড়েছে। এদের ক্ষতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর সাথে নিয়োজিত নারী কর্মীরা।

আমরা দেখেছি, সরকার শিল্পের প্রণোদনা দিতে বেশ উদার হয়েছে। কিন্তু অনায়াসে বলা যায়, ঝোঁকটা ছিল বড় উদ্যোক্তাদের প্রতি। এক্ষেত্রে প্রণোদনা বিতরণের ভার দেওয়া হয়েছে ব্যাংককে। যেখানে নারীদের উপস্থিতি কম। নারী উদ্যোক্তাদের বড় সমস্যা হচ্ছে। তারা ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন। এক্ষেত্রে এসব নারীর সহযোগিতা দেওয়ার উপায় কী। উপায় হলো সরকারি সংগঠনগুলোকে আরো নিবিড়ভাবে কাজ করা। প্রথমত, এ খাতে বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ দিতে হবে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে স্থানীয় সরকারকে। স্থানীয় সরকারের কাছে তথ্য থাকা স্বাভাবিক উচিতও বটে। সার্বিকভাবে সর্বত্রই মানবিক কাজে মানুষকে অগ্রগামী হতে হবে। আমরা দেখছি, বাজেটের মূল ঝোঁক সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখা। সেই বরাদ্দ দুর্নীতি মুক্তভাবে সদ্ব্যবহার করা হলো কি না সেটি তদারকির জন্য বাজেট রাখা চাই।

করোনাকালে ব্যাংকে নারীর কর্মসংস্থান কমেছে

দেশের ব্যাংকিং খাতে নারী কর্মসংস্থান হারের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে করোনা ভাইরাস। চলতি বছরের প্রথমার্ধে ব্যাংকে নারী কর্মসংস্থান উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ১ বছর আগের ১৮ দশমিক ৭ শতাংশের বিপরীতে এ বছরের জুন পর্যন্ত নারী কর্মীর অনুপাত কমে ১৫ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন সাদেকা হালিম বলেন, "করোনা মহামারিতে অনেক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। করোনা সংকট মোকাবিলায় পরিবারের নারী সদস্যদের আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হয়েছে। এ ছাড়া অনেক নারী চাকরিপ্রার্থী ব্যাংকে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পরিবারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাননি।"

শ্রমবাজারে মহিলাদের অংশগ্রহণ

বিশ্বব্যাপী পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি চাকরি হারিয়েছেন। সিটিআই ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনানুষ্ঠানিক চাকরি খাতে ৪৪ মিলিয়ন শ্রমিকের মধ্যে ৩১ মিলিয়ন নারী সম্ভবত তাদের চাকরি হারাবেন (বিজনেস ইনসাইডার, ২৫ মার্চ, ২০২০)। বাংলাদেশের লকডাউন নিম্ন শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলাদেশের শ্রমবাজারে সাধারণভাবেই নারীদের অংশগ্রহণের হার কম। ২০২০ সালে শ্রমবাজারে পুরুষদের অংশগ্রহণ ছিল ৮৪ শতাংশ, নারীদের মাত্র ৩৬.৪ শতাংশ (গঁলবৎর ২০২১)। করোনাকালীন লকডাউনের কারণে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার আরও কমে গেছে। তৈরি পোশাক খাতে বিপুলসংখ্যক পোশাক অর্ডার বাতিল হওয়ায় অনেক নারীশ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মতে, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাণিজ্যিক খাতে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এর অন্যতম কারণড়মহামারি দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেসব খাত বা সংস্থা যেমন টেক্সটাইল, পোশাক, জুতা ও টেলিযোগাযোগড়সেখানে নারীদের বড় একটি অংশ কাজ করে (ডব্লিউটিও ২০২০)। নারীরা পুরুষদের চেয়ে কম উপার্জন করায় তা নারীদের দারিদ্র্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ইউএনএফপিএ, ইউএন-উইমেন ও ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের সমীক্ষার ফলাফল অনুসারে, করোনার প্রভাবে আনুষ্ঠানিক খাতে বাংলাদেশে নারীর কাজের সুযোগ কমেছে ৮১ শতাংশ, পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ১৪ শতাংশ। এমনকি অনানুষ্ঠানিক খাতে ২৪ শতাংশ নারী কাজ করার সুযোগ হারিয়েছেন। উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থান কমে যাওয়ায় প্রায় ৩৭ শতাংশ নারী ঝুঁকির মধ্যে পড়েছেন, যা পুরুষের ক্ষেত্রে ২৬ শতাংশ। সর্বোপরি, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে ১০ শতাংশ নারী পরিসেবা খাতগুলোতে বাণিজ্য বিঘ্নের কারণে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে মাত্র ৬ শতাংশ (অযসবফ ২০২১)। সেবাখাত, যেমন পর্যটন এবং ভ্রমণ পরিসেবা শিল্পে, নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের চেয়েও বেশি এবং করোনা মহামারিতে ভ্রমণ বিধিনিষেধ তাদের আয়ের উৎস বন্ধ করে দিয়েছে। নারীর আয়ের সুযোগ হ্রাসের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় বন্ধ এবং শিশুযত্ন সংস্থাগুলো অস্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়া বড় প্রভাব ফেলেছে। এসব কারণে নারীর কাজের সময়সূচিতে যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমন তাদের কাজের সময়ও হ্রাস করতে হয়েছে। পাশাপাশি তাদের গৃহস্থালি ও সেবাকাজের পরিমাণেও বৃদ্ধি ঘটেছে।

নারী মালিকানাধীন বা পরিচালিত সংস্থাগুলোর একটি বড় অংশ হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগ (এমএসএমই)। নিম্নস্তরের আর্থিক সংস্থান এবং সরকারি তহবিলের সীমিত সুযোগ-সুবিধার কারণে এ ধরণের ব্যবসাগুলোতে ঝুঁকির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (সিএমএসএমই)

জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০০ বিলিয়ন টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে, যার মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ মহিলাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এসএমই ফাউন্ডেশন ২০২০ সালের এপ্রিল-ডিসেম্বর মাসে ২২০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে। তবে ২৮২ জন ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র ৫ জন মহিলা ছিলেন (অযসবফ ২০২১)। গত বছরের অক্টোবরে ব্র্যাকের প্রকাশিত পৃথক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে ১ শতাংশ সরকারের দেওয়া প্রণোদনা প্যাকেজ সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখেননি, ৪৪ শতাংশ প্যাকেজের আওতায় ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন এবং বাকি ব্যক্তিরা হয়রানির ভয়ে তা করা থেকে বিরত ছিলেন (Ahmed ২০২১)।

কোভিড-১৯ মহামারি গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদেরও বড় সংকটে ফেলেছে, যার মধ্যে ৮০ শতাংশ উদ্যোক্তার মহামারিকালীন সময়ে কোনোও আয় হয়নি। কোনো আয় ছাড়া ছোট ব্যবসায়ী উদ্যোক্তারা বাঁচার তাগিদে তাদের বেশির ভাগ সঞ্চয় খরচ করে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। যদি পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়, উদ্যোক্তাদের অনেককেই তাদের আগের গৃহিণী ভূমিকায় ফিরে যেতে হতে পারে। এটি গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে।

এক কথায় বলা যায়, কোভিড ১৯ বাংলাদেশ তথা বিশ্বময় মানুষকে কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করেছে। আমরা উদ্বিগ্ন। তার আগে আমাদের জানা দরকার আমাদের প্রকৃত শত্রু কে? এটি সত্য ঘটনা প্রকৃতি রুদ্র হয়েছে। রুদ্র প্রকৃতিকে শান্ত করতে হলে আমাদের জানতে হবে গোড়ার শত্রু প্রকৃতি অথবা আমাদের অসংযমশীল লোভ পিপাসাকে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত "বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে" শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। লেখক তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, "মানুষের ইতিহাস—তুলনামূলক সুস্থভাবে সুস্থ পরিবেশে টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষার লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস। এ লড়াই-সংগ্রাম নিরন্তর। মানুষ এ লড়াই করেছে কখনও একা একা, কখনও বা যূথবদ্ধভাবে। এ লড়াইয়ের শুরুটা মানুষের সাথে মানুষের লড়াই দিয়ে নয়। শুরুটা সম্ভবত হয়েছিল মানুষের সাথে তার চারিপাশের প্রকৃতির সাথে; অসীম প্রকৃতিতে টিকে থাকার লড়াই। তবে আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতি ততক্ষণ মানুষের প্রতি বিরাগভাজন হয়নি, যতক্ষণ না মানুষ তাকে মাত্রাতিরিক্ত বিরক্ত করেছে, আসলে প্রকৃতি কখনও বিরাগভাজন হয়নি—সে তার নিজ নিয়মে কাজ করেছেমাত্র। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সম্ভবত সবচেয়ে বড় লড়াইটার শুরু শারীরিক ক্ষুধা নিবৃত্তির উত্তরোত্তর অধিকতর প্রয়োজনীয়তা থেকে। এ লড়াইয়ের শুরুতে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রকৃতিই মানুষকে না চাইতেও খাইয়েছে। কারণ, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য গাছের ফলমূল, তৃণলতা, পোকামাকড়, মৃত-জীবিত পশুপাখী, জলের মাছ, নির্মল বাতাস– এসব তো মানুষ না চাইতেই প্রকৃতিতে পেয়েছে। আর প্রাণিজগতে অন্যদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানেও তেমন কোনো বাধা ছিল না– প্রকৃতির দিক থেকে। আসলে মানুষ নিজেই এ বাধা সৃষ্টি করেছে– সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হয়েছে, আর মানুষ সমুদ্রকে শত্রু ভেবেছে; জঙ্গলে আগুন ধরেছে, আর মানুষ আগুনকে শত্রু ভেবেছে; শৈত্য প্রবাহ হয়েছে, আর মানুষ শৈত্য প্রবাহকে শত্রু ভেবেছে; বন্যা হয়েছে, আর মানুষ বন্যাকে শত্রু ভেবেছে; আকাশে মেঘের গর্জনসহ তুমুল ঝড়বৃষ্টি হয়েছে, আর মানুষ তার মাথার উপরের আকাশকে শত্রু ভেবেছে। প্রকৃতিকে এই শত্রু ভাবা দিয়েই প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইয়ের শুরু। লড়াইটা বলা চলে একতরফা। কারণ—লড়াইটা ঘোষণা করেছে মানুষ– প্রকৃতি নয়। এ লড়াই নিরঙ্কুশ অসম লড়াই, এবং এ লড়াইয়ে মানুষ কোনো দিনও

জিতবে না—জিততে পারে না। কারণ আপনি আপনার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করলেও করতে পারেন, কিন্তু কখনও জিতবেন না; আর জিতলেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারাতে হবে অথবা নিজেকেই হারাতে হবে। প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রকৃতির বিরুদ্ধেই লড়াই ঘোষণা—মানুষের দিক থেকেই এক নিরঙ্কুশ অন্যায্য-অসম ঘোষণা। মানুষ হিসেবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে আমরা যে বোকামি করেছি, তা সম্ভবত কয়েক কোটি বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা বুঝিনি, বুঝতে চাইনি, বোঝার প্রয়োজনও বোধ করিনি। উল্টো আমরা প্রকৃতিকে বশ করতে চেয়েছি। অর্থাৎ যার অস্তিত্বের ওপর আমাদের নিজ অস্তিত্বটাই নির্ভর করছে—আমরা তারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাকেই বশ করতে চেয়েছি। প্রকৃতিকে বশীভূত করার অবাস্তব এই প্রক্রিয়ায় আমরা লড়েছি প্রকৃতির আকাশ-মহাকাশ, আলো-বাতাস, জল-স্থল-ভূতল–সবকিছুর বিরুদ্ধে। অসীম প্রকৃতির অসীম হৃদয় আমাদের অন্যায় আচরণে বিরক্ত হয়নি। বিরক্ত হয়নি তার বিরুদ্ধে 'বোকা মানুষের যুদ্ধ' ঘোষণায়। কিন্তু, মানুষ নাছোড়বান্দা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধ ঘোষণা করে যখন কিছুই করা সম্ভব হয়নি, তখন 'বোকা মানুষ' নিজেই নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ফল হয়েছে আত্মধ্বংসী (self-destructing)। মানুষের নিজের বিরুদ্ধে নিজের যুদ্ধটা ঠিক সেই দিন-তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, যেদিন মানুষ মানুষেরই ওপর কর্তৃত্ব-আধিপত্য (domination-hegemony অর্থে) করতে চেয়েছে। আর এই কর্তৃত্বের শুরুটাই গায়ের জোর, বুদ্ধির জোর অথবা অন্য যা দিয়েই হোক না কেন তা বাস্তবায়নের একমাত্র পথ হলো—"অন্যের শ্রমফল আত্মসাৎকরণ", অর্থাৎ 'মানুষের মানুষ শোষণ'। এটাই হলো মানব ইতিহাসের চরমতম প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণের নির্মোহ সত্য ইতিহাস। মানুষে-মানুষে শোষণ—মানুষের ওপর মানুষের কর্তৃত্ব-আধিপত্যের একই সাথে কারণ ও পরিণাম। এই-ই সেই প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় আমরা নিজেরা নিজেদেরই সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে বাধ্য হয়েছি—আর এ থেকেই প্রকৃতির সাথেও মানুষের চূড়ান্ত বিচ্ছেদের শুরু।"

ড. বারকাত তাঁর গ্রন্থে আরও বলছেন, "প্রকৃতির কাছে পরাভূত হয়ে আমরা নিজেরা নিজেদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রক্রিয়ায় যা করেছি, তার সংক্ষিপ্ত মর্ম-ইতিহাস এ রকম: (১) শুরুতে আমরা দলে-দলে বিভক্ত হয়ে ছোট-ছোট গোষ্ঠী বানিয়েছি; বানিয়েছি দলপতি, যার আদেশ-নির্দেশ মান্য করে যূথবদ্ধ জীবন যাপন করেছি; একপর্যায়ে দলপতি কিছু সম্পদের মালিক হয়েছেন—পরে আরো সম্পদের মালিক হয়েছেন—পরে আরো সম্পদের মালিকানার জন্য তার যা করার প্রয়োজন তাই-ই তিনি করেছেন—প্রয়োজনে প্রতিবেশী ছোট গোষ্ঠীর সাথে লড়াই করেছেন—লড়াইয়ে জিতে পরাজিত গোষ্ঠীর সবকিছুর মালিক হয়েছেন। আর এখান থেকেই শুরু ভ্রাতৃসুলভ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ভাঙন—শোষক-শোষিতে সমাজবিভক্তি।"

ড. বারকাত যথার্থই বলেছেন। সত্যিই, আমরা এখনো প্রকৃতির বিরুদ্ধেই লড়াই করছি। কিন্তু নিজেরাই আক্রান্ত হয়েছি জলবায়ু পরিবর্তনে। আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছি কনফারেন্স অব পার্টির (কপ-২৬) প্রত্যাশা ও প্রস্তুতি নিয়ে। বিশ্বের উষ্ণতা এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশ্বের মানুষ এখন ধ্বংসের মুখোমুখী। জলবায়ু নিয়ে মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, রাষ্ট্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। বিশ্ব এখন ধনী দরিদ্র্য দুই ভাগে বিভক্ত। এ বিভক্তি সৃষ্টির কারণ থেকেই আমরা করোনা ভাইরাসের মতো ভয়ঙ্কর মহামারিকে ডেকে এনেছি। প্রকৃতি নয়, জলবায়ু নয়, মানুষই মানুষের শত্রু। আমরা দেখছি ৩১ অক্টোবর ২০২১ সালে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো শহরে জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের ২৬তম কনফারেন্স অব পার্টি (কপ-২৬) শুরু হয়েছে। এ সম্মেলনে ১২০টি দেশের সরকারপ্রধানেরা উপস্থিত হয়েছেন এবং দুই শতাধিক দেশের প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

সম্প্রতি নেচার জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হয়, তাহলে আমাদের শতকরা ৮৯ ভাগ কয়লার মজুদ, শতকরা ৫৮ ভাগ তেলের মজুদ এবং শতকরা ৫৯ ভাগ মিথেন গ্যাসের মজুদ প্রকৃতিতে যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিতে হবে। কপ-২৬ এ আমরা কিছু আশার আলো দেখতে পাই। এই সম্মেলনে ৪টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ক) জলবায়ু অর্থায়ন, খ) কয়লার ব্যবহার বন্ধ করা, গ) পরিবহন খাতে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ করা, ঘ) বনাঞ্চল সংরক্ষণ। গত ২ নভেম্বর ২০২১ তারিখে শতাধিক দেশ যারা পৃথিবীর শতকারা ৮৫ ভাগ বনাঞ্চলের অধিকারী, তারা ঘোষণা দিয়েছে যে, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বনাঞ্চল ধ্বংসের কার্যক্রম বন্ধ করবে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ৩০টি ফুটবল মাঠের সমান বনাঞ্চল প্রতি মিনিটে ধ্বংস হচ্ছে। আগামী ৫ বছর বনাঞ্চলকে সংরক্ষণের জন্য ১৯.৭ বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত এক বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য, যারা এ বনাঞ্চল রক্ষায় প্রহরীর ভূমিকা পালন করবে।

এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, মিথেন গ্যাসের নিঃসরণকে আগামী এক দশকের মধ্যে ২০২০ সালের তুলনায় ৩০ শতাংশ কমিয়ে আনা। এতে ৯০টি দেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সম্মেলনে ৪০টিরও বেশি দেশ কয়লাচালিত বিদ্যুতের প্লান্টগুলো ২০৩০-২০৪০ সালের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

শেষের কথা

২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির আহ্বানে নারী নেতাদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। এই সভায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনেতাদের সামনে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে তিনটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখেন। প্রথম প্রস্তাবে তিনি বলেন, 'আমি লিঙ্গ সমতার বিষয়ে উপদেষ্টা বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের প্রশংসা করি। এখন এটিকে স্থানীয়করণ করা দরকার। আমাদের প্রত্যেক পর্যায়ে, বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে লিঙ্গ চ্যাম্পিয়ন প্রয়োজন এবং আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিতে পারি।" দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলেন, "নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোকে পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা প্রয়োজন। এ ধরনের প্রচেষ্টায় সহায়তার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।" তৃতীয় ও শেষ প্রস্তাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমি লিঙ্গ সমতার জন্য আমাদের সাধারণ কর্মসূচিকে জোরদার করতে নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন ডাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। শুধু আমরা নয়, সব নেতার এতে যোগদান করা উচিত এবং লিঙ্গ সমতার অগ্রগতির জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি উপস্থাপন করা উচিত।'

পরিশেষে বলতে চাই এখন পর্যন্ত যতখানি জানা যায়, করোনা ভাইরাসের মূলে হলো একধরনের প্রকৃতির প্রতিশোধ। এটি কোনো একক দেশের ভুলের কারণে নয়। এটি বিশ্ব জনগণের সচেতনতার বিষয়, যৌথ উদ্যোগের বিষয়। এ উদ্যোগ গড়ে তোলা বিশ্বের প্রতিটি নীতিবান মানুষের দায়িত্ব। আসুন আমরা উদ্যোগে শামিল হই।

তথ্যসূত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অ্যান্তনিও গুতেরেসের বাণী; জেন্ডার সমতার কয়েক দশকের অগ্রগতি নষ্ট করেছে করোনা: জাতিসংঘ মহাসচিব; দৈনিক কলের কণ্ঠ, ৭ মার্চ, ২০২১।

লিঙ্গ সমতার জন্য নারী নেতৃবৃন্দের নেটওয়ার্ক গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রীর, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১, দৈনিক যুগান্তর।

বাংলাদেশে করোনাকালেও থামেনি নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা, ৬ মে ২০২০, ডিডব্লিউডটকম।

নারী নেতৃত্ব ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিতের আহ্বান টিআইবির, ৮ মার্চ, ২০২১, জাগোনিউজ২৪.কম।

বিশেষ সাক্ষাৎকার: হোসেন জিল্লুর রহমান, কোভিডকালে নারীর সমতার জন্য নিবিড় যত্ন চাই, ১৩ এপ্রিল ২০২১, দৈনিক প্রথম আলো।

করোনাকালে ব্যাংকে নারীর কর্মসংস্থান কমেছে, ৩১ অক্টোবর ২০২১, দ্যা ডেইলি স্টার।

বারকাত, আবুল (২০২০) *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

কপ-২৬: প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতি, ১০ নভেম্বর ২০২১, দৈনিক কালের কণ্ঠ।

ফাতেমা রৌশন জাহান, খান তাহদিয়া তাসনিম মৌ নাজিয়া নাজনিন; *বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: একটি জেন্ডার দৃষ্টিকোণ*; খণ্ড ৩৮, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪২৭, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।